সুদ

ইউনিট ১৩

পাঠ ১ : সুদের সংজ্ঞা – মোট ও নীট সুদ

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সুদ কি, তা বলতে পারবেন।
- মোট সুদের উপাদানগুলো জানতে পারবেন।
- মোট সুদ ও নীট সুদের পার্থক্য কিরূপ, তা বলতে পারবেন।

১৩.১.১ সুদের সংজ্ঞা (Definition of Interest)

ঋণ গ্রহিতা মূলধন বা ঋণ ব্যবহার বাবদ ঋণ দাতাকে যে মূল্য প্রদান করে, তাকে সুদ বলে। কাজেই সুদ হলো ঋণ ব্যবহারের মূল্য। অন্যান্য উপকরণের ন্যায় মূলধনেরও উৎপাদন ক্ষমতা আছে। উৎপাদন ক্ষমতা থাকার কারণে মূলধনের প্রয়োজন পড়ে। মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা আছে বলেই মূলধন বাবদ সুদ দিতে হয়। সুদকে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যায় যে – সুদ হলো অপেক্ষার পুরস্কার। অর্থাৎ বর্তমান ভোগ ত্যাগের বিনিময়ে ভবিষ্যতে যে প্রাপ্তি আশা করা হয়, তাই সুদ। কোন ঋণ দাতা যখন ঋণ গ্রহিতাকে মূলধন বা অর্থ প্রদান করে, তখন ঋণ দাতা সেই অর্থভিত্তিক ভোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখে। সেই বঞ্চনার বিনিময়ে ভবিষ্যতে সে যে বাড়তি অর্থ প্রাপ্তি আশা করে, তাকে সুদ বলা যায়। জন ম্যানার্ড কেইনস বলেন যে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নগদ অর্থ হাত ছাড়া করার (তারল্য পছন্দ পরিত্যাগের) পুরস্কার হলো সুদ। সুদ সংক্রান্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আর্থিক মূলধন (সড়হবু পধঢ়রঃধষ) ব্যবহারের বিনিময়ে প্রদত্ত মূল্য (পুরস্কার) হলো সুদ।

১৩.১.২ মোট সুদ ও নীট সুদ (Gross interest and Net interest)

মোট সুদ :

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহীত ঋণের জন্য ঋণ গ্রহীতা ঋণ দাতাকে যে বাড়তি অর্থ প্রদান করে, তাকে মোট সুদ বলে। মোট সুদের মধ্যে চারটি উপাদান থাকে :

ক. **নীট বা বিশুদ্ধ সুদ :** মূলধন যা ঋণ হিসাবে নেওয়া হয়, সেই মূলধনের আর্থিক মূল্য কেবল হিসাব করে যে অর্থ প্রদান করতে হয়, তা হলো বিশুদ্ধ সুদ।

খ. **ঝুঁকি বহনের বীমা :** ঋণ দাতা যখন ঋণ দেয়, তখন সে ঝুঁকি নেয়। কাজেই ঝুঁকির কারণে ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে ঋণদাতা বিশুদ্ধ সুদের চেয়ে বাড়তি কিছু প্রাপ্তি গ্রহণ করে। এই বাড়তি প্রাপ্তি মোট সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

গ. **ঋণ আদায় সংক্রান্ত অসুবিধার বিনিময় মূল্য :** ঋণ দাতা ঋণ দেওয়ার কারণে কিছু কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। যেমন, কাউকে ৫ বছরের জন্য ঋণ দিলে সেই সময়ের আগে তার অর্থ প্রয়োজন পড়লেও ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে তা ফেরৎ পায় না। কাজেই একবার ঋণ দিলে তাকে বেশ কিছু সময়ের জন্য অসুবিধায় থাকতে হয়। সেই অসুবিধার মূল্য হিসাবে কিছু অর্থ প্রাপ্তি মোট সুদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ঘ. **ব্যবস্থাপনার পুরস্কার :** প্রত্যেক ঋণ দাতাকে ঋণের ব্যবস্থা করতে গিয়ে কিছু ব্যয়ভার বহন করতে হয়। যেমন – তার হিসাবের খাতা রাখতে হয়, সময় দিতে হয় এবং ঋণ গ্রহীতার দুয়ারেও তাকে ঘুরতে হয়। এসব কারণে বিশুদ্ধ বা নীট সুদের উপরে আরো কিছু অর্থ প্রাপ্তি ঋণ দাতা আশা করে। সুতরাং ব্যবস্থাপনার পুরস্কার হিসাবে কিছু অর্থ প্রাপ্তি মোট সুদে অন্তর্ভুক্ত হয়। কাজেই মোট সুদ বলতে নীট বা বিশুদ্ধ সুদসহ পারিশ্রমিক হিসাবে দাবীকৃত বাড়তি অর্থ – এসবের সমন্বিত প্রাপ্তি বুঝানো হয়। এভাবে বলা যায় যে, নীট বা বিশুদ্ধ সুদসহ ঋণ দাতার আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ প্রত্যাশিত প্রাপ্তিকে মোট সুদ বলে।

নীট সুদ :

মোট সুদের একটি অংশ হলো নীট সুদ। ঋণ দাতার অপরাপর প্রত্যাশিত আনুষঙ্গিক প্রাপ্তি বিবেচনার বাইরে রেখে কেবল ঋণ হিসাবে গৃহীত আর্থিক মূলধন ব্যবহারের বিনিময়ে যে সুদ ঋণ গ্রহীতা ঋণ দাতাকে দেয়, তাকে নীট সুদ বলে।

মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা আছে। সেই উৎপাদন ক্ষমতার জন্য মূলধন ব্যবহারকারী নীট মূল্য বা সুদ প্রদান করে। মোট সুদ থেকে ঋণ দান সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক ব্যয়, যেমন – ঝুঁকি বহনের ব্যয় ও আদায় সংক্রান্ত অসুবিধার মূল্য – এসব বাদ দেওয়ার পর যে সুদ থাকে, তাকে নীট সুদ বলা হয়। যেমন – কোন ঋণ দাতা ১০ হাজার টাকা মোট সুদ হিসাবে পেলে সেই ১০ হাজার টাকাই নীট সুদ হিসাবে বিবেচ্য নয়। ধরা যাক, ঋণ দাতার আনুষঙ্গিক ব্যয় হলো ৪ হাজার টাকা। সেই ১০ হাজার টাকা থেকে আনুষঙ্গিক ব্যয় হিসাবে ৪ হাজার টাকা বাদ দিলে ৬ হাজার টাকা হবে নীট সুদ।

১৩.১.৩ মোট সুদ ও নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য
(Differences between gross interest and net interest)

মোট সুদ ও নীট সুদের সংজ্ঞা থেকে তাদের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নির্দিষ্ট সময় অন্তে ঋণগ্রহীতা ঋণ দাতাকে আসলের অতিরিক্ত যে মোট অর্থ প্রদান করে, তা হলো মোট সুদ। অপরদিকে মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতাকে কেবল বিবেচনায় রেখে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাকে নীট সুদ বলে। মোট সুদ ও নীট সুদের পার্থক্যগুলো, যা সংজ্ঞা থেকে উপলব্ধি করা যায়, সেগুলো হলো –

১। মোট সুদ একটি প্রসারিত ধারণা। নীট সুদ মোট সুদেরই একটি অংশ।

২। মোট সুদের মধ্যে নীট সুদ ছাড়াও আনুষঙ্গিক কিছু ব্যয় বা প্রাপ্তি বিবেচনা করা হয়। যেমন, ঋণ দাতার পারিশ্রমিক, ঝুঁকি বহনের মুনাফা, নগদ অর্থ হাত ছাড়া করার ফলে সৃষ্ট অসুবিধাজনিত ব্যয় এসব বাবদ বাড়তি কিছু অর্থ নীট সুদের সাথে যোগ হওয়ার

পর মোট সুদ পাওয়া যায়। কাজেই নীট সুদ হলো এসব আনুষঙ্গিক ব্যয় ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ সুদ।

৩। সময়, পরিস্থিতি ও স্থান ভেদে মোট সুদ ভিন্ন হতে পারে। কারণ আনুষঙ্গিক ব্যয় বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন হয়। কিন্তু একটি দেশে সর্বত্র নীট সুদ একই থাকতে পারে।

৪। মোট সুদের একটি অংশ হিসাবে নীট সুদ বিবেচিত হওয়ায় মোট সুদের তুলনায় নীট সুদ কম হয়।

মোট সুদের উপাদান (Elements of gross interest)

মোট সুদের ৪টি উপাদান উল্লেখযোগ্য :

১। নীট সুদ,
২। ঋণ বাবদ ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার,
৩। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ব্যয় বহনের পুরস্কার,
৪। অন্যান্য অসুবিধাজনিত ব্যয় বহনের পুরস্কার।

সারসংক্ষেপ :

১। সুদের সংজ্ঞা থেকে যে বিষয়গুলো জানা যায় :
ক. সুদ হলো ঋণ ব্যবহারের মূল্য
খ. সুদ হলো অপেক্ষার পুরস্কার
গ. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নগদ অর্থ হাত ছাড়া করার (তারল্য পছন্দ পরিত্যাগের) পুরস্কার হলো সুদ।

২। মোট সুদের উপাদানগুলো :
মোট সুদের মধ্যে চারটি উপাদান থাকে :
ক. নীট বা বিশুদ্ধ সুদ
খ. ঝুঁকি বহনের বীমা
গ. ঋণ আদায় সংক্রান্ত অসুবিধার বিনিময় মূল্য
ঘ. ব্যবস্থাপনার পুরস্কার

সুতরাং নীট বা বিশুদ্ধ সুদসহ ঋণ দাতার আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ প্রত্যাশিত প্রাপ্তিকে মোট সুদ বলে।

৩। নীট সুদ : মোট সুদ থেকে ঋণ দান সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক ব্যয়, যেমন – ঝুঁকি বহনের ব্যয়, ব্যবস্থাপনার ব্যয় ও আদায় সংক্রান্ত অসুবিধার মূল্য – এসব বাদ দেওয়ার পর যে সুদ থাকে, তাকে নীট সুদ বলা যায়।

অনুশীলনী ১৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। সুদ বলতে কি বুঝানো হয় ?
ক. আর্থিক মূলধন ব্যবহারজনিত মূল্য
খ. বাড়ি, দোকান, গাড়ী এসবের ভাড়া
গ. সরকারকে প্রদত্ত কর
ঘ. ভোগের মূল্য

২। সুদের মাঝে ঝুঁকিগ্রহণজনিত উপাদান জড়িত থাকে, কারণ –
ক. ঋণদাতার দাবীকৃত সুদ প্রদানে ঋণগ্রহীতা রাজী নাও হতে পারে
খ. ঋণদাতার প্রদত্ত আসল টাকা সুদসহ খোয়া যেতে পারে
গ. সরকার সুদগ্রহণ বা প্রদানের জন্য শাস্তি প্রদান করতে পারে
ঘ. ব্যাংকের কাজকর্ম সন্তোষজনক নাও হতে পারে

৩। মোট সুদ ও নীট সুদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো –
ক. নীট সুদের অন্তর্গত উপাদান হলো মোট সুদ
খ. মোট সুদ পায় ঋণদাতা ও নীট সুদ পায় ঋণ গ্রহীতা
গ. মোট সুদ একটি প্রসারিত ধারণা এবং নীট সুদ তারই অংশ
ঘ. মোট সুদ টাকার অংকে এবং নীট সুদ শতাংশ হিসাবে প্রকাশ পায়।

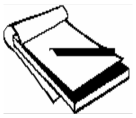

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. সুদের সংজ্ঞা প্রদান করুন।
খ. মোট সুদের উপাদানগুলো উল্লেখ করুন।
গ. মোট সুদ ও নীট সুদের মধ্যে তিনটি পার্থক্য নির্দেশ করুন।

পাঠ ২ : সুদ কেন দেওয়া হয় ? (Why interest is paid)

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ♦ সুদ প্রদানের কারণ কি, তা বলতে পারবেন।
- ♦ ভোগ বিরতি ও অপেক্ষার পুরস্কার হিসাবে কেন সুদ দেওয়া হয়, তা বলতে পারবেন।
- ♦ সময় পছন্দের পুরস্কার ও তারল্য পছন্দ পরিত্যাগের পুরস্কার হিসাবে সুদকে কেন গণ্য করা হয়, তা বলতে পারবেন।

১৩.২ সুদ প্রদানের কারণ

সুদ কেন দেওয়া হয়, এই প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদরা যে সব যুক্তি দেখান সেগুলো নিম্নরূপ :

১। **মূলধনের উৎপাদনশীলতা :** সুদ প্রদানের যুক্তি হিসাবে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মূলধনের উৎপাদনশীলতাকে উল্লেখ করেন। মূলধন দ্বারা উৎপাদন বাড়ে। আর তাই মূলধন ব্যবহারের মূল্য বাবদ সুদ দেওয়া হয়। মূলধন না থাকলে যতটা উৎপাদন হয়, তার চেয়ে মূলধনের সাহায্যে অনেক বেশী উৎপাদন হতে পারে। যেমন – একজন ব্যক্তি ছিপের সাহায্যে যতটা মাছ ধরতে পারে, তার চেয়ে মূলধন ব্যবহার করে জাল ও নৌকা দ্বারা আরও বেশি মাছ ধরা তার পক্ষে সম্ভব। একইভাবে, সেলাই মেশিন ছাড়া একজন যতটা কাপড় সেলাই করতে পারবে, তার চেয়ে সেলাই মেশিন দিয়ে বেশি কাপড় সেলাই করা সম্ভব। কাজেই মূলধন দ্বারা উৎপাদন যদি বাড়ে, তবে সেই মূলধন ব্যবহার বাবদ বা ঋণ গ্রহণ বাবদ সুদ প্রদান করতে আপত্তি থাকার কথা নয়।

২। **ভোগ বিরতির পুরস্কার :** ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ বম্-বয়ার্ক ভোগ বিরতি তত্ত্বকে সুদ প্রদানের অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন – কোন ব্যক্তি সাধারণত ভবিষ্যৎ ভোগের তুলনায় বর্তমান ভোগকে বেশি পছন্দ করেন। কাজেই বর্তমান ভোগ ত্যাগের বিনিময়ে যদি ঋণ দাতা ঋণ প্রদান করে, তবে বিনিময়ে সে নিশ্চয়ই কিছু প্রাপ্তি আশা করবে। কাজেই ঋণ দাতার বর্তমান ভোগ ত্যাগের বিনিময় মূল্য হিসাবে ঋণ গ্রহীতা সুদ দেয়।

৩। **অপেক্ষার পুরস্কার :** অধ্যাপক মার্শাল সুদের কারণ হিসাবে 'অপেক্ষা' তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেন। এই তত্ত্ব মূলতঃ বম্-বয়ার্কের ভোগ বিরতি তত্ত্বের অনুরূপ। তবে মার্শাল বলেন, সুদকে ভোগ বিরতির পুরস্কার না বলে ঋণ দাতার অপেক্ষা পুরস্কার বলা উচিত। ঋণ দাতা বর্তমান ভোগ স্থগিত রেখে ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য অপেক্ষা করে। কাজেই সেই অপেক্ষা কালের বিনিময়ে ঋণদাতা অর্থ প্রাপ্তি আশা করে।

৪। **সময় পছন্দের পুরস্কার :** অধ্যাপক ফিসার সময় পছন্দ তত্ত্বকে সুদ প্রদানের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। মানুষ বর্তমানকে বেশি পছন্দ করে। আর সেই বর্তমান ভোগ থেকে ঋণ দাতাকে বিরত রাখতে হলে তাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে সুদ দিতে হবে। বর্তমানের প্রতি মানুষের আগ্রহ যত বেশি হবে, অর্থাৎ 'সময় পছন্দ' যত বেশি হবে, ততই বেশি হারে ঋণ দাতাকে সুদ দিতে হবে। বর্তমানের ব্যয় স্থগিত রেখে ঋণ দাতাকে যদি ঋণ প্রদানে উৎসাহিত করতে হয়, তবে তাকে সুদের প্রলোভন দেখাতে হবে।

৫। **নগদ অর্থ হাত ছাড়া করার পুরস্কার :** জন ম্যানার্ড কেইনস সুদ সংক্রান্ত তারল্য পছন্দ তত্ত্ব প্রদান করেন। তিনি মনে করেন, নগদ পছন্দ পরিত্যাগ করার পরিবর্তে মানুষ সুদ আশা করে। কাজেই ঋণ দাতাকে নগদ অর্থ ত্যাগ করতে তখনই রাজি করানো যাবে, যখন ঋণদাতা সুদ পাবে বলে আশা করবে।

৬। **মূলধন যোগানের স্বল্পতা :** সাধারণত ঋণ বা মূলধনের চাহিদার তুলনায় যোগান কম থাকে। কাজেই উৎপাদন কাজে মূলধনের মূল্য হিসাবে সুদের উৎপত্তি হয়। কাজেই মূলধনের স্বল্পতার কারণে সুদ দিতে হয়।

সারসংক্ষেপ

সুদ প্রদানের কারণগুলো :

১। মূলধনের উৎপাদনশীলতার কারণে সুদ দিতে হয়।

২। ঋণ দাতার বর্তমান ভোগ ত্যাগের বিনিময় মূল্য হিসাবে ঋণ গ্রহীতা সুদ দেয়।

৩। ঋণদাতা বর্তমান ভোগ স্থগিত রেখে ভবিষ্যত ভোগের জন্য অপেক্ষা করে। কাজেই সেই অপেক্ষা কালের বিনিময়ে ঋণদাতা অর্থ প্রাপ্তি আশা করে।

৪। বর্তমানের প্রতি মানুষের আগ্রহ যত বেশি হবে, অর্থাৎ 'সময় পছন্দ' যত বেশি হবে, ততই বেশি হারে ঋণ দাতাকে সুদ দিতে হবে।

৫। নগদ পছন্দ পরিত্যাগ করার পরিবর্তে মানুষ সুদ আশা করে।

৬। মূলধনের স্বল্পতার কারণে সুদ দিতে হয়।

অনুশীলনী ১৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। মূলধন ব্যবহারের জন্য সুদ দিতে হয়, কারণ –

ক. মূলধন দ্বারা ভোগ বাড়ে
খ. মূলধন দ্বারা উৎপাদন বাড়ে
গ. মূলধন নিয়োগ করে উৎপাদক ঝুঁকি গ্রহণ করে
ঘ. মূলধন থেকে অনুপার্জিত আয় আসে বলে।

২। সুদ হলো একটি পুরস্কার, যা পাওয়া যায় –

ক. অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য
খ. মূলধন সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য
গ. বর্তমান ভোগ ত্যাগ ও ভবিষ্যত ভোগের উদ্দেশ্যে অপেক্ষার জন্য
ঘ. প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার জন্য।

৩। নগদ (তারল্য) পছন্দ পরিত্যাগ করার পরিবর্তে মানুষ সুদ আশা করে। এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন –

ক. মার্শাল খ. রিকার্ডো
গ. স্মিথ ঘ. কেইনস

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। সুদ কেন দেওয়া হয়, এ প্রসঙ্গে ৪টি কারণ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৩ : সুদের হারের তারতম্যের কারণ
(Causes of Difference in the Rate of Interest)

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বিভিন্ন রকম ঋণের জন্য বিভিন্ন রকম সুদ কেন দেখা যায়, তা বলতে পারবেন।
- ঋণের মেয়াদ, ঋণের পরিমাণ, ঋণের ঝুঁকি, ঋণের জামিন কিভাবে সুদের হারের মধ্যে তারতম্য ঘটায়, তা বলতে পারবেন।
- ঋণগ্রহীতার সুনাম কিভাবে সুদের হারের তারতম্য ঘটায়, তা বলতে পারবেন।

১৩.৩.১ সুদের হারের মধ্যে কেন তারতম্য থাকে?

ব্যবহারের তারতম্য অনুসারে ঋণ বিভিন্ন রকম হয়। আবার বিভিন্ন রকম ঋণের জন্য বিভিন্ন হারে সুদ দিতে হয়। সুদের হারের তারতম্যের মূল কারণগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। **ঋণের মেয়াদ :** ঋণের মেয়াদের মধ্যে তারতম্য থাকে বলে সুদের হার বিভিন্ন হয়। ঋণ যদি স্বল্প মেয়াদের জন্য নেয়া হয়, তবে কম সুদ এবং দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ঋণ নিলে বেশি সুদ দিতে হয়।

২। **ঋণের পরিমাণ :** বেশি পরিমাণ ঋণের জন্য কম সুদের হার এবং কম পরিমাণ ঋণের জন্য বেশি সুদের হার ধার্য হয়। কাজেই ঋণের পরিমাণের পার্থক্যের কারণে সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

৩। **ঋণের ঝুঁকির পার্থক্য :** বিভিন্ন ঋণের বিভিন্ন রকম ঝুঁকি থাকে। যেসব বিনিয়োগের ঝুঁকি বেশি, সেক্ষেত্রে ঋণ বাবদ বেশি সুদ আদায় করা হয়। অপরদিকে ঝুঁকির মাত্রা কম হলে সেখানে কম সুদ আদায় করা হয়।

৪। **ঋণের জামিন :** ঋণ দাতা ঋণ প্রদানের পরিবর্তে জামানত বা বন্ধকী রাখতে পারে। জামানত বা বন্ধকী দ্রব্যের মূল্যের উপর নির্ভর করে সুদের হার কম বেশি হয়। যদি মূল্যবান ও সহজে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য জামানত হিসাবে রাখা হয়, তবে ঋণ বাবদ কম সুদ ধার্য হতে পারে। বিপরীত অবস্থায় জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য কম হলে সুদের হার বেশি হয়।

৫। **ঋণের ব্যবস্থাপনা ব্যয় :** ঋণ দাতাকে ঋণ সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনার জন্য খরচ বহন করতে হয়। যেমন, হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় বেশি হলে ঋণ বাবদ বেশি সুদ দাবী করতে পারে। অপরদিকে ব্যবস্থাপনা ব্যয় কম হলে সুদের হার কম হয়।

৬। **বিনিয়োগ সংক্রান্ত সুবিধা :** যে সব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা কম সেখানে মূলধনের চাহিদাও কম। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ঋণ বাবদ সুদের হার কম হয়। অপরদিকে যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট, সেখানে মূলধনের চাহিদা বেশি থাকে এবং সুদের হারও সেখানে বেশি হয়।

৭। **ঋণ গ্রহিতার সুনাম :** ঋণ গ্রহিতা যদি আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে মর্যাদাবান হন, তবে ঋণ দাতা ঋণ প্রদানকে তেমন ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করে না। এক্ষেত্রে ঋণ দাতা কম সুদে ঋণ প্রদান করতে প্রস্তুত থাকে। অপর দিকে ঋণ গ্রহিতা যদি একজন সাধারণ ব্যক্তি হয়, তবে ঋণদাতাও ঋণ প্রদানের সময় ভাবনা চিন্তা করে এবং সুদও বেশি দাবী করেন।

৮। **প্রতিযোগিতার মাত্রা :** ঋণের বাজারে মাত্রাগত দিক থেকে প্রতিযোগিতা বেশি হলে ঋণ দাতা বাধ্য হয়ে কম সুদে ঋণ দেয়। অপরদিকে প্রতিযোগিতা যত কম অর্থাৎ ঋণের বাজারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকলে সুদের হার বেশি হয়।

৯। **মূলধনের গতিশীলতা :** মূলধন যদি অধিক গতিশীল হয়, তবে সুদের হারে তেমন তারতম্য ঘটবে না। অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মূলধন যদি সহজে চলাচল করতে পারে, তবে বিভিন্ন স্থানে সুদের হারের মধ্যে তফাৎ থাকবে না। অপর পক্ষে মূলধনের চলাচল সহজ না হলে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে সুদের হার বিভিন্ন রকম হয়।

১০। **সরকার আরোপিত কর :** দেশের বিভিন্ন রকম ঋণপত্র থাকতে পারে। সেই ঋণপত্রগুলোর উপর সরকার যদি বিভিন্ন ধরনের কর আরোপের উদ্যোগ নেয়, তবে সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিবে।

১১। **সরকার গৃহীত আর্থিক ও সুদ নীতি :** সরকার তার রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুদের হার বিভিন্ন করতে সুপারিশ করে। দেশে যদি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কিংবা কৃষি ক্ষেত্রে সরকার অগ্রাধিকার প্রদান করে, তবে সেখানে বিনিয়োগ করার জন্য কম সুদের হার ধার্য করার ব্যবস্থা সরকার নিতে পারে। আবার যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সরকারের দৃষ্টিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কাম্য নয়, সেখানে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে সরকার ব্যাংক ও ঋণ দান প্রতিষ্ঠানকে বেশি সুদ ধার্য করার নির্দেশ দিতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ঋণের প্রকৃতি, ব্যবহার, পরিমাণ, ব্যবস্থাপনা, প্রতিযোগিতার মাত্রা ও সরকারী নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

সারসংক্ষেপ

(ক) সুদের হারের তারতম্যের কারণগুলো :

১। স্বল্প মেয়াদে কম সুদ এবং দীর্ঘ মেয়াদে বেশি সুদ আদায় করা হয়।

২। বেশি পরিমাণ ঋণের জন্য কম সুদের হার এবং কম পরিমাণ ঋণের জন্য বেশি সুদের হার ধার্য হয়।

৩। যেসব বিনিয়োগের ঝুঁকি বেশি, সেক্ষেত্রে ঋণ বাবদ বেশি সুদ এবং ঝুঁকির মাত্রা যেখানে কম, সেখানে কম সুদ আদায় করা হয়।

৪। জামানত বা বন্ধকী দ্রব্যের মূল্যের উপর নির্ভর করে সুদের হার কম বেশি হয়।

৫। ঋণের ব্যবস্থাপনা ব্যয় বেশি হলে সুদের হার বেশি, ব্যবস্থাপনা ব্যয় কম হলে সুদের হার কম হয়।

৬। বিনিয়োগ সুযোগ সুবিধা বেশি থাকলে মূলধনের চাহিদা বেশি থাকে এবং সুদের হারও বেশি হয়।

৭। মর্যাদাবান ঋণ গ্রহীতাকে কম সুদে এবং সাধারণ ঋণ গ্রহীতাকে বেশি সুদে ঋণ দেওয়া হয়।

৮। প্রতিযোগিতা বেশি হলে কম সুদ এবং প্রতিযোগিতা কম থাকলে সুদের হার বেশি হয়।

৯। মূলধনের চলাচল সহজ না হলে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে সুদের হার বিভিন্ন হয়।

১০। সরকার কর আরোপের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

১১। সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুদের হার বিভিন্ন করতে সুপারিশ করে।

(খ) সার কথা হলো : ঋণের প্রকৃতি, ব্যবহার, পরিমাণ, ব্যবস্থাপনা, প্রতিযোগিতার মাত্রা ও সরকারী নীতির প্রভাবে সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

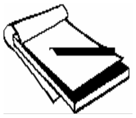

অনুশীলনী : ১৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। ঋণের মেয়াদের মধ্যে পার্থক্য থাকলে সুদের হার পৃথক হয়, কারণ –
ক. মেয়াদের পার্থক্য থাকলে ঋণের ঝুঁকির মধ্যেও পার্থক্য থাকে
খ. মেয়াদের পার্থক্য থাকলে ঋণের টাকা ব্যবহারে ক্ষেত্রে জটিলতা বাড়ে
গ. ঋণগ্রহীতা সময় সম্পর্কে বেশি সচেতন
ঘ. সময় মেয়াদের প্রেক্ষিতে ঋণদাতার উপর সরকারী চাপ বাড়ে

২। জামানত বা বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে সুদের হার কম হয়, কারণ –
ক. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণ দাতার সামাজিক মর্যাদা বাড়ে
খ. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণ গ্রহীতার কষ্ট উপলব্ধি করা যায়
গ. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণ দাতার ঋণ বাবদ প্রদত্ত ঝুঁকি কমে
ঘ. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণের চাহিদা কমে।

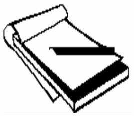

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। সুদের মধ্যে কেন তারতম্য দেখা দেয়, এ প্রসঙ্গে ৪টি কারণ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৪ : সুদ কি কখনো শূন্য হতে পারে?

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ♦ সুদ কেন শূন্য হতে পারে না, তা বলতে পারবেন।
- ♦ উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য হলে দামও শূন্য হবে, এ যুক্তি সুদের হারের ক্ষেত্রে কেন খাটে না, তা বলতে পারবেন।
- ♦ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ কিভাবে সুদের হারকে শূন্য হতে দেয় না, তা বলতে পারবেন।
- ♦ বিনা সুদে মানুষ সঞ্চয় করতে চায় না, এমতাবস্থায় মূলধনের যোগান বজায় রাখতে হলে সুদ কিছু না কিছু থাকতে হবে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন।
- ♦ তারল্য ফাঁদ ধারণাটি কিভাবে সুদকে শূন্য হতে দেয় না, তাও বলতে পারবেন।

১৩.৪.১ সুদের হার শূন্য হতে পারে কি?

১। উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য বলে দামও শূন্য হবে, এ যুক্তি সুদের হারের ক্ষেত্রে খাটে না। সুদের হার শূন্য হতে পারে কিনা এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের মনে প্রশ্ন জাগে। উৎপাদন ক্ষেত্রে কোন উপাদান নিয়োগ যতই বাড়ানো হয়, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কমে আসে এবং স্বাভাবিক নিয়মে একটি অবস্থায় তা শূন্য ও পরবর্তীতে ঋণাত্মক হতে পারে। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও দাম সমান হয় বলে বিবেচ্য উপকরণের দামও শূন্য হওয়ার কথা। মূলধন যেহেতু একটি উপকরণ এবং মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ক্রমহ্রাসমান, তাই যুক্তি দেখানো হতে পারে যে, মূলধনের দাম হিসাবে সুদের হারও এক পর্যায়ে শূন্য হবে। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদদের অনেকেই এই যুক্তি মানতে রাজি নন।

২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সুদের হারকে শূন্য হতে দেয় না। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাকে যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই সুদের হার শূন্য হতে পারে না। বাস্তব জীবনে মানুষ যতই মূলধন সংগ্রহ করে ও বিনিয়োগ করে, ততই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হতে শুরু হয়। তবে এর মধ্যে মানুষের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন চলতে থাকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ দ্বারা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির কার্যকারিতাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও জাপানের মত দেশগুলোতে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাকে যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। মূলধনের যোগান যদি স্থির হারে বজায় রাখা যায়, তবে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও সুদের হার হ্রাস না পেয়ে বরং একটি উচ্চতর পর্যায়ে অবস্থান করতে পারে। কাজেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ যেহেতু ক্রমচলমান, তাই সুদের হার শূন্য হতে পারে না।

৩। গতিশীল অর্থনীতিতে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য হতে পারে না। তাই সুদের হারও শূন্য হতে পারে না। সুদের হার শূন্য হতে পারে না এ প্রসঙ্গে যারা যুক্তি দেখান, তারা বলেন যে, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কেবল স্থিতিশীল অর্থনীতিতে কমতে কমতে শূন্য হতে পারে, কিন্তু গতিশীল অর্থনীতিতে এরূপ ভাবনার কোন কারণ নেই। গতিশীল সমাজ বলতে সেই অবস্থাকে বুঝানো হয়, যেখানে নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন যেমন আছে, তেমনি আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এসব গতিময়তার প্রেক্ষিতে মূলধনের প্রান্তিক মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য হতে পারে না।

৪। ধনাত্মক সঞ্চয় থাকতে হলে সুদের হার শূন্য হতে পারে না। বিনা সুদে মানুষ সঞ্চয় করতে চায় না, এমতাবস্থায় মূলধনের যোগান বজায় রাখতে হলে সুদ কিছু না কিছু থাকতে হবে। দেশের সমস্ত আয় যদি ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়, তবে সঞ্চয় হতে পারে না। আর সঞ্চয় না হলে, মূলধন বা ঋণের কোন প্রশ্ন উঠে না। এমতাবস্থায় সুদ নামক বিষয়টিই থাকতে পারে না। কাজেই ধনাত্মক সঞ্চয় থাকতে হলে সুদের হার শূন্য হতে পারে না। কোন কোন অর্থনীতিবিদ সুদের হার শূন্য হওয়ার বিষয়টি এভাবেও ব্যাখ্যা করতে চান যে, দেশের সমস্ত আয় যদি ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়, তবে সঞ্চয় হতে পারে না। আর সঞ্চয় না হলে, মূলধন বা ঋণের কোন প্রশ্ন উঠে না। এমতাবস্থায় সুদ নামক বিষয়টিই থাকতে পারে না।

৬। ঋণদানকারীরা তাদের ব্যবসায় প্রত্যাশার শূন্য পর্যায়ে নেমে যাবে, তা কখনও হতে পারে না। কাজেই সুদের হার কখনও শূন্য হতে পারে না।

৭। তারল্য ফাঁদ ধারণাটি সুদকে শূন্য হতে দেয় না। তারল্য (নগদ) পছন্দের ফলে সুদের হার কখনও শূন্যে পরিণত হতে পারে না। স্বল্প সুদের হারে তারল্য পছন্দ অসীম স্থিতিস্থাপকতায় অর্থাৎ তারল্য ফাঁদে পৌঁছায়। ফলে সুদের হার শূন্যে (০) পরিণত হওয়ার পূর্বেই তারল্য ফাঁদ মানুষকে নগদ টাকার সবটাই হাতে ধরে রাখতে প্রেরণা যোগায়। এ ধারণাটি প্রদান করেছেন লর্ড জে. এম. কেইনস।

উপরের আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, বিভিন্ন কারণে সুদের হার শূন্য হতে পারে না। তবে অস্বাভাবিক অবস্থা বিবেচনা করলে সুদের হার শূন্য হতেও পারে। যেমন –

ক. মোট আয়ের সবটাই যদি মানুষ ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয় করে, তবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কোনটাই হতে পারে না। এ ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থা থাকলে সুদের হার শূন্য হতে পারে। তবে এ ধরনের অবস্থা দেখা দিবে না বলে আশা করা যায়।

খ. একটি সমাজের যদি অতিমাত্রায় মূলধন সংগৃহীত হয়, তবে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য হতে পারে। তখন সুদের হারও শূন্য হতে পারে। তবে এ ধরনের অস্বাভাবিক বা অতিমাত্রায় মূলধন সংগ্রহ কল্পনা করা যায় না। তাই এসব বিষয় বিবেচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সুদের হার শূন্য হতে পারে না।

সারসংক্ষেপ

ক. সাধারণতঃ সুদের হার শূন্য হতে পারে না।

১। উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য হলে দামও শূন্য হবে, এ যুক্তি সুদের হারের ক্ষেত্রে খাটে না।

২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সুদের হারকে শূন্য হতে দেয় না। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাকে যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই সুদের হার শূন্য হতে পারে না।

৩। গতিশীল অর্থনীতিতে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য হতে পারে না। তাই সুদের হারও শূন্য হতে পারে না।

৪। বিনা সুদে মানুষ সঞ্চয় করতে চায় না, তবে অস্বাভাবিক অবস্থা বিবেচনা করলে সুদের হার শূন্য হতেও পারে। যেমন – মোট আয়ের সবটাই যদি মানুষ ভোগ করে ফেলে অথবা অস্বাভাবিক বা অতিমাত্রায় মূলধন সংগ্রহ হলে সুদের হার শূন্য হতে পারে। তবে এ ধরনের অবস্থা দেখা দিবে না বলে আশা করা যায়। সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সুদের হার সাধারণতঃ শূন্য হতে পারে না; মূলধনের যোগান বজায় রাখতে হলে সুদ কিছু না কিছু থাকতে হবে।

৫। ঋণদানকারীরা তাদের ব্যবসায় প্রত্যাশার শূন্য পর্যায়ে নেমে যেতে পারে না। কাজেই

	সুদের হার কখনও শূন্য হতে পারে না।
৬।	সুদের হার শূন্যে (০) পরিণত হওয়ার পূর্বেই তারল্য ফাঁদ মানুষকে নগদ টাকার সবটাই হাতে ধরে রাখতে প্রেরণা যোগায়।

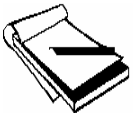

অনুশীলনী ১৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। সুদের হার শূন্য হতে পারে না, কারণ –
ক. সুদ একটি আর্থিক প্রাপ্তি, সেই প্রাপ্তি কখনও শূন্য হতে হয় না
খ. ব্যাংক ব্যবসা দেউলিয়া হয়ে পড়বে
গ. প্রযুক্তির বিকাশ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনকে শূন্য হতে দেয় না
ঘ. শূন্য কথাটি অর্থহীন

২। জামানত বা বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে সুদের হার কম হয় কারণ –
ক. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণ দাতার সামাজিক মর্যাদা বাড়ে
খ. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণ গ্রহীতার কষ্ট উপলব্ধি করা যায়
গ. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণ দাতার ঋণ বাবদ অর্থের ঝুঁকি কমে
ঘ. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণের চাহিদা কমে।

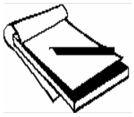

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সুদের হার কেন শূন্য হতে পারে না এ প্রসঙ্গে ৪টি কারণ উল্লেখ করুন।